পরিবেশগত অভিবাসনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি গ্লোবাল কম্প্যাক্ট ফর মাইগ্রেশনের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণকৃত বিষয়

৮ই ডিসেম্বর, ২০১৮, দিনা লনেস্কো ও মারিয়াম ট্রাওরে সেইজোলোনাউ

২০১৬ সালে শরণার্থী এবং অভিবাসন বিষয়ক "নিউইয়র্ক ডিক্লারেশন ফর রিফিউজি এন্ড মাইগ্রেন্টস" এর অনুসরণেই জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো প্রথমবারের মতই নিরাপদ, সুশৃঙ্খল এবং নিয়মিত, অভিবাসনের জন্য একটি বৈশ্বিক চুক্তি বা জিসিএম (GCM-Global Compact for Migration) প্রণয়নে সমঝোতা আলোচনা ও গ্রহণ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

এঈগ হচ্ছে একটি স্বাধীন সহযোগিতামূলক কর্মকাঠামো যা বিভিন্ন দেশের জন্য সমসাময়িক আন্তর্জাতিক অভিবাসনের প্রতিকূলতা এবং সুযোগ সমূহ নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে প্রণয়নকৃত ২৩টি উদ্দেশ্যর ভিত্তিতে বেশকিছু প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। এই প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করার জন্য নীতিমালা গঠন করে।

২০১৮ সালের ১৩ই জুলাই আন্ত:সরকার আলোচনার ৬ষ্ঠ অধিবেশনে জিসিএমের চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি জাতিসংঘের সদর দফতরে চূড়ান্ত ও উপস্থাপন করা হয়। এই প্রতিবেদনটি মূলত দিক নির্দেশনা মূলক একটি নীতিমালা, তবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার জন্য সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, নথিকরণ, অভিবাসী পরিষেবা, দেশগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, রাষ্ট্রদূত সংক্রান্ত সুরক্ষা, দক্ষতা মূল্যায়ন, বহনযোগ্যতার প্রক্রিয়া এবং অভিবাসী ও উদ্বাস্তুদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি সংক্রান্ত বিষয়গুলোও সংযুক্ত করে।

প্রতিবেদনটি পরিবেশ-অভিবাসন যোগসূত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন প্রতিকূলতা সম্পর্কে বিস্তৃত ও ব্যাপক ধারণা প্রদান করে। সাথে সাথে পরিবেশগত অভিবাসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত একাধিক বিষয়সমূহ উল্লেখ করে। পরিবেশগত অভিবাসনের সাথে সম্পর্কিত বেশিরভাগ বিষয়সমূহ ২নং উদ্দেশ্য এর অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে: জনগণকে তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে এমন প্রতিকূল প্রভাবক এবং কাঠামোগত কারণ সমূহ হ্রাস করা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব এবং পরিবেশগত অবক্ষয় (উদ্দেশ্য ২, অনুচ্ছেদ ১৮. এইচ - ১৮. আই) শিরোনামে ২নং উদ্দেশ্য এর অধীনে এই বিষয়টির উপর বিশেষভাবে উল্লেখিত একটি বিভাগ রয়েছে। তাছাড়া, কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ ৫নং উদ্দেশ্য এর অধীনে পাওয়া যেতে পারে: সুশৃঙ্খল অভিবাসনের জন্য যাতায়াত মাধ্যম গুলোর প্রাপ্যতা ও সহজলভ্যতা বাড়াতে হবে।

পরিবেশগত অভিবাসনের জন্য জিসিএম এর ১০টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ

১. জিসিএম পরিষ্কারভাবে ক্রমবর্ধমান পরিবেশগত অবক্ষয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলিকে সমসাময়িক অভিবাসনের কারণ হিসাবে সনাক্ত করে।

২. অভিবাসনের বহুমুখী কারণ হিসেবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যাবিষয়ক প্রভাবকের সাথে পরিবেশগত প্রভাবককেও চিহ্নিত করে।

৩. প্রতিবেদনটি পরিবেশগত প্রভাবকগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাময় বিষয় সমূহকে সংযুক্ত করেঃ প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রেই কিছু উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে অন্যদেশে স্থানান্তর প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হয়ে নয় বরং মানুষের নিজের পছন্দের কারণ হয়, দুর্যোগ প্রস্তুতি, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া; এবং জনসাধারণের যাতায়াত সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা প্রদান।

৪. অভিবাসনের কারণগুলো কমিয়ে আনতে জিসিএম এর মতে স্বদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি এবং অভিযোজন ব্যবস্থাগুলির প্রতি অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার।

৫. প্রতিবেদন অনুযায়ী, কিছু ক্ষেত্রে অভিবাসীদের অন্যদেশে অভিযোজন বা প্রত্যাবর্তন সম্ভব নাও হতে পারে এবং নিয়মিত অভিবাসনের মাধ্যমগুলোর (পরিকল্পিত স্থানান্তর এবং ভিসার ব্যবস্থা) শক্তিশালীকরণ অভিবাসন ব্যবস্থাপনার অংশ হতে হবে।

৬. ক্রমবর্ধমান পরিবেশগত অবক্ষয় (বিশেষত মরুভূমি, ভূমি অবক্ষয় এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি) এবং দুর্যোগ (খরা) -এর প্রেক্ষিতে অনেক মানুষ দেশান্তর হচ্ছে।সদস্য দেশগুলোর সুবিধার্থে জিসিএম দেশান্তর সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সনাক্তকরণ, বিকাশ ও সমস্যার

সমাধান গুলোকে আরও শক্তিশালি করার জন্য রূপরেখা প্রদান করে।

৭. জিসিএম অভিবাসনের পরিবেশগত প্রভাবক গুলোকে সনাক্ত করার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পর্যায়ে কাজ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে।

৮. প্রতিবেদনটিতে নীতিমালাগত সমন্বয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদানের লক্ষে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, জিসিএম মূলত বেশকিছু জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ এবং পরিবেশগত শাসনের সাথে সম্পর্কিত বৈশ্বিক নীতিমালার উপর ভিত্তি করেই উপস্থাপিত- দা ইউনাইটেড ন্যাশান্স ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি) এবং প্যারিস ক্লাইমেট এগ্রিমেন্ট, দা ইউনাইটেড ন্যাশান্স ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন টু কমব্যাট ডেসারটিফিকেশন (ইউএনসিসিডি), দা ২০৩০ এজেনডা ফর সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এবং দা সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন।

৯. এই প্রতিবেদনটি জাতিসংঘের প্রেক্ষাপটের বাইরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে সম্পর্কিত রাষ্ট্রপরিচালিত সরাসরি উদ্যোগ গুলোকেও বিবেচনায় রাখার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেঃ দা এজেন্ডা ফর দা প্রটেকশন অব ক্রস- বর্ডার ডিসপ্লেসড পারসন্স ইন দা কনটেক্সট অব ডিজাস্টার এন্ড ক্লাইমেট চেইঞ্জ এবং দা মাইগ্রেন্টস ইন কান্ট্রিস ইন ক্রাইসিস ইনিসিয়েটিভস (এমআইসিআইসি)।

১০. পরিবেশগত অভিবাসনের প্রতিকূলতা গুলোকে চিহ্নিত করার লক্ষে প্রমাণ, তথ্য ও গবেষণাগুলোকে জোরদার করতে আরও বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে জিসিএম।

বর্তমান ও ভবিষ্যত উভয় ক্ষেত্রেই নিয়মিত, নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল অভিবাসন এর জন্য গ্লোবাল কম্প্যাক্টের চূড়ান্তকরণ আন্তর্জাতিক পরিবেশগত অভিবাসনের শাসন ও পরিচালনার জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।যদিও এই সকল আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নীতিমালা সমূহ জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে গ্রহন ও বাস্তবায়ন কষ্টসাধ্য বিষয়।

participates
in survival strategies
of coastal poor
COAST Coastal Association for Social Transformation Trust
Special Consultative Status with UN ECOSOC
www.coastbd.net